সংবাদ

তারিখ: 29 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্পে অনিয়ম লুটপাট

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্পের নামে চলছে লুটপাট, বিদেশ ভ্রমণ ও গাড়ি বিলাস। এক প্রকল্পের অর্থে অন্য প্রকল্পের পরিচালকরাও (পিডি) বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে নিয়মনীতির তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা যাকে খুশি তাকেই বিদেশ পাঠাচ্ছেন। প্রকল্পের কোটি টাকা দামের গাড়িও ব্যবহার হচ্ছে যথেচ্ছভাবে। ভিভিআইপিদের গাড়ি ব্যবহার করছেন প্রভাবশালী কর্মকর্তারা। কেনাকাটা না করেই বছরের পর বছর বরাদ্দকৃত অর্থের নয়-ছয় চলছে।

অভিযোগ আছে, নানা স্তরের কর্মকর্তা এসব অনিয়মের সঙ্গে জড়িত থাকায় এর লাগাম টানা যাচ্ছে না। লুটপাট, বিদেশ ভ্রমণ ও গাড়ি বিলাস নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি), পিডি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পরস্পরকে দায়ী করছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রায় সবাই অবর্ণনীয় অনৈতিক সুবিধা ভোগ করছেন। সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাচ্ছেন আমলারা।

২০ লাখ টাকা লুটপাট

জানা যায়, মাউশি অধিদফতরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার প্রশাসনিক ব্যয় ও মহাপরিচালকের গাড়ির জ্বালানি খরচ বাবদ গত বছর সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি) থেকে ২৯ লাখ পাঁচ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। এরমধ্যে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ২০ লাখ এক হাজার টাকা ছাড় করা হয়। কিন্তু এই অর্থ কিভাবে ও কী কাজে ব্যয় করা হয়েছে, তার কোন হিসাব দিতে পারছে না পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা। মহাপরিচালকও এই অর্থ সম্পর্কে কোন কিছু জানেন না। কেনাকাটা ও সংস্কারের ভুয়া ভাউচার বানিয়ে এই টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এভাবে প্রতিবছরই বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মাউশির কয়েকজন কর্মকর্তা সংবাদকে জানান, 'চেয়ার-টেবিল কেনা, বাথরুম মেরামত, কক্ষ সংস্কারসহ প্রয়োজনীয় কিছু পণ্য কেনার জন্য গত বছর দু'বার তালিকা দেয়া হয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা থেকে। কিন্তু কোন কিছু সরবরাহ বা সংস্কার করা হয়নি'।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, পরিকল্পনা শাখার অধীনে বরাদ্দ থাকা ২৯ লাখ পাঁচ হাজার টাকার বিষয়ে কিছুই জানত না মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন। এ অর্থের বিষয়ে সম্প্রতি এক

শিক্ষার : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

শিক্ষার : মানোন্নয়ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তা মহাপরিচালককে অবহিত করেন। এরপর অবশিষ্ট ৯ লাখ চার হাজার টাকা থেকে ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা চেয়ে মহাপরিচালকের পক্ষে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি এসইএসডিপির পিডিকে চিঠি দেয়া হয়। পরে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আরও ২ লাখ ৫০ টাকা চেয়ে পিডিকে চিঠি দেয়া হয় মাউশির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা থেকে। এতে উভয় সংকটে পড়েন এসইএসডিপির পিডি রতন কুমার রায়। তিনি কোন চাহিদাপত্রের বিপরীতে টাকা ছাড় করবেন, সে সম্পর্কে মাউশির মহাপরিচালকের কাছে ব্যাখ্যা চান গত ২৪ মার্চ। এই চিঠির অনুলিপি প্রদান করা হয় শিক্ষাসচিব, মাউশির পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও পরিচালক (প্রশাসন ও কলেজ)। এই নিয়ে বেশকিছু দিন ধরে মহাপরিচালক, পিডি ও পরিচালকদের মধ্যে মতবিরোধ চলছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাউশির পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড. সিরাজুল হক সংবাদকে বলেন, শিক্ষা ভবনের ছোটখাটো সংস্কারের জন্য সব প্রকল্পের অনুকূলেই এ রকমের একটা খাত থাকে। তিনি দাবি করেন, যে ২০ লাখ টাকা নিয়ে বিতর্ক উঠছে তা কিভাবে ব্যয় হয়েছে, তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আছে। এ নিয়ে কোন অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়নি। তিনি বলেন, এ নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল, পরে তা নিরসন হয়েছে।

এক প্রকল্পের অর্থে অন্য প্রকল্পের পিডির বিদেশ ভ্রমণ

জানা গেছে, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে 'সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যানহান্সমেন্ট প্রজেক্ট' (সেকায়েপ) বাস্তবায়ন হচ্ছে। সাধারণত এক প্রকল্পের অর্থে অন্য প্রকল্পের পরিচালক বা পিডিদের বিদেশে প্রেরণের কোন নিয়ম নেই। এরপরও আগামী মাসে সেকায়েপ প্রকল্পের অর্থে কমপক্ষে তিনজন পিডিসহ মোট ১৫ জন কর্মকর্তাকে গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে ১১ দিনের জন্য থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

তিন পিডি হলেন, উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্পের পিডি আবুল হোসেন (উপসচিব), মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্পের পিডি আফজাল হোসেন (উপসচিব) এবং আইসিটি প্রকল্পের পিডি আবুল কালাম আজাদ (সহযোগী অধ্যাপক)। তাদের মধ্যে আবুল হোসেন বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে যশোর ও লক্ষ্মীপুরের ডিসি ছিলেন। এই সরকারের আমলে তিনি কোন পদোন্নতি পাননি। আর আফজাল হোসেনও প্রশাসনে বিএনপি-জামায়াতপন্থী হিসেবে চিহ্নিত। তিনিও এই সরকারের আমলে পদোন্নতি পাননি।

সেকায়েপ প্রকল্পের কর্মকর্তারা জানান, ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়ার আশায় বিতর্কিত এই পিডিদের বিদেশে ভ্রমণে পাঠাচ্ছেন মাউশির এক পরিচালক। এতে মাউশির কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। তারা অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় পিডিদের বিদেশ না পাঠানোর দাবি জানিয়েছেন। এছাড়াও এই প্রকল্পের অর্থায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনীতি সম্পর্ক বিভাগ ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের আরও ৮৭ জন কর্মকর্তাকে থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইন পাঠানো হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ের গণিত ও পদার্থ বিদ্যা বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য, যাদের অধিকাংশের কার্যক্রমেরও সঙ্গেই মাধ্যমিক শিক্ষার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। প্রকল্পের কর্মকর্তারা জানান, এই প্রকল্পের অর্থায়নে সাধারণ স্কুল শিক্ষক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাই কেবল বিদেশে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য যেতে পারে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সেকায়েপ প্রকল্পের পিডি শহীদ বরকতিয়ার উদ্দিন গতকাল সংবাদকে বলেন, '৬টি ব্যাচে ১৫ জন করে বিভিন্ন দফতরের মোট ৯০ জন কর্মকর্তা বিদেশ যাচ্ছেন। জুন থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু কারা যাচ্ছে কিংবা কাদের নাম প্রস্তাব করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে, তা মাউশি কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে। তাছাড়া এই প্রস্তাব এখনও অনুমোদন হয়নি'।

গাড়ি বিলাস মাউশির সূত্র জানায়, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ঋণের টাকায় পরিচালিত টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (টিকিউআই-সেপ) প্রকল্পের টাকায় কেনা ৩৪টি গাড়ির বেশ কয়েকটি ব্যবহৃত হচ্ছে প্রভাবশালীদের পারিবারিক কাজে। সাড়ে ৮৫০ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি শুরু হয় ২০০৫ সালে। এর প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে ২০১১ সালে। বর্তমানে দ্বিতীয় পর্ব বাস্তবায়ন হচ্ছে।

জানা গেছে, মাঠ পর্যায়ে বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য প্রকল্পের টাকায় ৩০ থেকে ৩৬ লাখ টাকা (বর্তমান প্রায় এক কোটি টাকা) দামের ৩৪টি গাড়ি কেনা হয়েছিল। এর ৯টি গাড়ি দেয়া হয়েছিল মাউশির ৯ জন আঞ্চলিক উপ-পরিচালককে (ডিডি), ২টি রাখা হয় প্রকল্পের অধীনে এবং বাকি গাড়িগুলো দেয়া হয়েছিল মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, শিক্ষক নিবন্ধন অধিদফতরসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তাদের।

সংশ্লিষ্টদের তথ্য মতে, মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৯ জন ডিডিকে যে গাড়িগুলো দেয়া হয়েছিল। বর্তমানে মাউশির ৬টি অঞ্চলের ডিডি টিকিউআই প্রকল্পের গাড়ি ব্যবহার করছেন। রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও বরিশাল অঞ্চলের ডিডির গাড়ি প্রভাবশালী কর্মকর্তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যবহার করছেন। ডিডিরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করছেন পাবলিক পরিবহনে।